সাক্ষাৎ ভগবানই অর্থাৎ শ্রীভগবান্ই শ্রীগুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া পতিত জীবগণকে শ্রীভগবদ্ভজনতত্ত্ব প্রভৃতি উপদেশ করিয়া থাকেন। তাহাতে সেই শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি ভ্রান্তি। সাক্ষাৎ প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ামক শ্রীভগবানই শ্রীগুরুরূপে জীবকে কৃতার্থ করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। যোগেশ্বরগণ যাঁহার চরণারবিন্দ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে মায়ামুগ্ধ জনসাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করে। এই দুইটি শ্লোকের মর্ম্মার্থে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ই যে শ্রীগুরুরূপে বিহার করেন, তাহারই প্রমাণ দেখান হইয়াছে।

বিশুদ্ধভক্তগণ কিন্তু শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের শ্রীভগবানের সহিত অভেদদৃষ্টি ভগবৎপ্রিয়তমরূপেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীভগবানের এবং শ্রীশিবের সহিত শ্রীভগবানের অভেদদৃষ্টি করিবার যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহাতে বিশুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীগুরু এবং শ্রীশিব শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়তম বলিয়া অভেদভাবনা করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ অভেদ নহে। এইপ্রকার ভগবৎপ্রিয়তম বলিয়া শ্রীগুরু ও শিবের সহিত 'অভেদ' মনে করিয়া উপাসনা করিবার উপাসক সম্প্রদায় খুবই বিরল। এই অভিপ্রায়ে মূলে "একে" এই পদটি উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীপাদ—

ত্বয্যম্বুজাক্ষামলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।

এই শ্লোকে "একে" এই পদ ব্যাখ্যায় "একে মুখ্যা বিবেকিনঃ"—এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে বেশ বুঝা যায়—তত্ত্বে শ্রীগুরু ও শ্রীভগবান্ অভেদ হইলেও সম্বন্ধে শ্রীভগবান শ্রীগুরুদেবের সেব্য এবং শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের সেবক। শ্রীভগবান ও শ্রীগুরুদেবেতে এইপ্রকার সেব্য-সেবক সম্বন্ধ লইয়া যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীভগবানের কোনওরূপ সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবল তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 'অভেদভাবে' উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে সম্বন্ধানুগরাগানুগাভক্তি অনুষ্ঠানের প্রতিকূল হইয়া থাকে। এবিষয়ে শ্রীপাদজীবগোস্বামীচরণ শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।৩৪-৩৬ শ্লোকের) ক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"তু শব্দাদন্যতো বৈশিষ্ট্যদ্যোতনায় প্রিয়স্য সখ্যুরিতি গুর্ব্বীশ্বরয়োর্ভবেশ্বরয়োশ্চাভেদোপদেশেঽপীত্থমেব তৈঃ শুদ্ধভক্তৈর্মতম্।" অর্থাৎ শ্লোকে তু শব্দের প্রয়োগহেতু অন্য সকল হইতে বৈশিষ্ট্য প্রকাশের নিমিত্ত শ্লোকোক্ত—'প্রিয়স্য সখ্যুরিতি' প্রিয় সখার এইরূপ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই—গুরু ও ভগবানে এবং শিব ও ভগবানে অভেদদৃষ্টির নিমিত্ত যদিও শাস্ত্রের উপদেশ আছে, তথাপি শ্রীগুরু ও শিবকে শ্রীভগবানের প্রিয় বলিয়া